ঢাবি ক্যাম্পাস ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার

ঢাবি প্রতিবেদক
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০০ এএম

আজ মঙ্গলবার ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল থেকেই ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। রাত ৮টা থেকে ক্যাম্পাসে প্রবেশের সব পথে বসানো হয় তল্লাশি চৌকি। বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ৩৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে প্রবেশপথগুলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে বৈধ শিক্ষার্থী ব্যতীত অন্য কেউ অবস্থান করতে পারবেন না।

নিরাপত্তা বিচেনায় গতকাল বিকাল ৪টা থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন। আজ সারাদিনও স্টেশনটি বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। এ ছাড়াও সুষ্ঠু নির্বাচন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে গতকাল রাত ৮টা থেকে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ভোর ৬টা পর্যন্ত ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ মুজিবুর রহমান হলের পকেট গেট বন্ধ থাকবে। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোট অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাস এলাকায় অস্থায়ী পুলিশ কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে।

গতকাল দুপুরে ডাস এলাকা ঘুরে দেখা যায়, স্বোপার্জিত স্বাধীনতা ভাস্কর্যের সামনের মাঠের বেশির ভাগ অংশজুড়ে এই কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি দ্রুত মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে এরই মধ্যে এই কন্ট্রোল রুমের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এখান থেকে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, আবাসিক হল ও ভোটকেন্দ্রগুলোর ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখবে পুলিশ।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কর্মকর্তারা জানান, নির্বাচনের দিন এবং তার আগে-পরে যে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে তারা সর্বোচ্চ প্রস্তুত। এই কন্ট্রোল রুম থেকে সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি চত্বরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নি□দ্রি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ডিএমপি। তিনি বলেন, এবারের ডাকসু নির্বাচন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশের জন্য আটটি চেকপোস্ট স্থাপন করা হবে। ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক নিরাপত্তার পাশাপাশি পুলিশের ফুট প্যাট্রল ও মোবাইল প্যাট্রল টিম নিয়োজিত থাকবে। সাদা পোশাকে ডিবি সদস্য মোতায়েন থাকবে এবং সিটিটিসির বিশেষায়িত ইউনিটসমূহ প্রস্তুত থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপি কমিশনার আরও জানান, জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ব্যতীত সোমবার রাত ৮টা থেকে ১১ সেপ্টেম্বর বেলা ১২টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় সকল প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক বহন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ থাকবে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচন কেন্দ্র করে সাইবার বুলিংসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে কোনো অপপ্রচার রোধ করতে কাজ করছে ডিএমপি।

লাইসেন্স করা অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ নিষেধ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণকালে বৈধ বা লাইসেন্স করা অস্ত্র নিয়েও ক্যাম্পাসে প্রবেশ করা যাবে না। গতকাল ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৮-১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ছাড়া অন্য কেউ তার বৈধ বা লাইসেন্সকৃত অস্ত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকার মধ্যে বহন করতে পারবেন না। কেউ বহন করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

এর আগে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সোমবার রাত ৮টা থেকে বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথগুলো (শাহবাগ, পলাশী, দোয়েল চত্বর, শিববাড়ী ক্রসিং, ফুলার রোড, উদয়ন স্কুল ও নীলক্ষেত) সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ আইডি কার্ডধারী শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রবেশ করতে পারবেন।

ডাকসু নির্বাচনে হস্তক্ষেপের প্রশ্নই আসে না : সেনাবাহিনী : অন্য দিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সেনাবাহিনীর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়েছে। গতকাল সেনাবাহিনীর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ এবং আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ অধিদপ্তরের (আইএসপিআর) ফেসবুক পেজেও এই বিবৃতি শেয়ার করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আসন্ন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের প্রশ্নই আসে না। এর আগেও সেনাবাহিনী কর্তৃক আনুষ্ঠানিক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এ ধরনের বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার স্বাভাবিক স্থিতিশীলতা বিনষ্টের অপচেষ্টামাত্র, যা সার্বিক নির্বাচনী পরিবেশকে ব্যাহত করতে পারে। এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আশা করে, দীর্ঘদিন পর অনুষ্ঠেয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন যেন সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থী, ভোটার এবং সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আন্তরিক শুভকামনা জানানো হয়েছে সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে।